RNI No. 71057/96

বিশেষ
রাস সংখ্যা

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের
contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা,
7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

১৯ নভেম্বর, ২০২২, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৪

কুচবিহারের রাজবংশের কুলদেবতা তথা প্রাণের ঠাকুর বাবা মদনমোহনের বিখ্যাত ২১০তম রাস উৎসব ও মেলা

আবির ঘোষ

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। পুজোর আমেজ কাটতে না কাটতে শুরু হয় রাস। আর এই রাস উদযাপনে দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গের মানুষের আগ্রহ যেন একটু বেশি। এর কারণ অবশ্যই কুচবিহারের প্রাণের ঠাকুর মদনমোহনের রাসযাত্রা। "কুচবিহারের রাস, বলরামপুরের বাঁশ/ পেটলার গোল, চিক্কিরহাটের দোল" (স্থানীয় প্রবাদ)

রাসলীলা বা রাসযাত্রা মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার অনুকরণে বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় অনুষ্ঠিত ধর্মীয় উৎসব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রসপূর্ণ অর্থাৎ তাত্ত্বিক রসের সমৃদ্ধ কথাবস্তুকে রাসযাত্রার মাধ্যমে জীবাত্মার থেকে পরমাত্মায়, দৈনন্দিন জীবনের সুখানুভূতিকে আধ্যাত্মিকতায় এবং প্রেমাত্মক প্রকৃতিতে রূপ প্রদান করে অঙ্কন করা হয়েছে।

হর্ষচরিতের টীকাকার শঙ্করের মতে, রাস হলো এক ধরনের বৃত্তাকার নাচ যা আট, ষোলো বা বত্রিশ জনে সম্মিলিতভাবে উপস্থাপনা করা যায়।

উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত পনেরো দিনের রাসউৎসবের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু কুচবিহার রাজবংশের " গৃহদেবতা সোনার বংশীধারী শ্রীশ্রী মদনমোহন ঠাকুর।

কুচবিহারের রাসের মেলা শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, দেশ জুড়ে বিখ্যাত। প্রতি বছর মদনমোহন মন্দিরে রাস উৎসব দেখতে আসেন দেশ, বিদেশের পর্যটকরা। অনেকে মনে করেন, মদনমোহনকে মনে প্রাণে পূজা করলে মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

কুচবিহারের রাসমেলা ২১০ বৎসরের প্রাচীন। তৎকালীন কুচবিহার রাজ্যের নৃপতি সাধক ও কবি, মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ (রাজত্বকাল:-১৭৮৩-১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দ) রাজধানী বেহার ও রাজবাটিতে (বর্তমান কুচবিহার নগর) ভৌতিক উপদ্রপ ঘটায় কুচবিহার রাজ্যেরই অন্তর্গত ভেটাগুড়িতে ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে অগ্রহায়ণ মাসের রাসপূর্ণিমার দিন সন্ধ্যাবেলায় মানসাই নদী পেরিয়ে নতুন রাজধানী ও রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেন এবং সেখানেই কুলদেবতা শ্রীশ্রী মদনমোহন ঠাকুরের রাসমেলার সূচনা করেন।

এরপর যখনই কুচবিহার রাজাদের রাজধানী পরিবর্তন ঘটে সঙ্গে সঙ্গে তাদের কুলদেবতা মদনমোহন ঠাকুরেরও স্থান পরিবর্তন ঘটে, বর্তমান নতুন রাজপ্রাসাদের নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে তার পূর্বে এর উত্তরদিকে পুরোনো রাজপ্রাসাদ ছিলো, মনে করা হয় সেই রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন মন্দিরে রাসমেলা হতো।

পরবর্তীতে মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণ ভূপের প্রোপৌত্র হিজ হাইনেজ মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুরের রাজত্বকালে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে রাজধানী কুচবিহার নগরের কেন্দ্রস্থলে বৈরাগীদিঘির পাড়ে মদনমোহন ঠাকুরের বর্তমান মন্দিরের তৈরির কাজ সম্পন্ন হয় ,এবং পুরানো রাজপ্রাসাদের শ্রীশ্রী মদনমোহন বিগ্রহসহ অন্যান্য দেবদেবীর বিগ্রহও এই মন্দিরে এনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই সময় থেকেই মন্দির সংলগ্ন এলাকায় রাস মেলা বসছে। রাসপূর্ণিমায় বিধি মেনে বিশেষ পুজো করে সূচনা হয় রাস উৎসবের।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে কুচবিহার রাজ্যে কলেরা মহামারী আকার ধারণ করলে এবং বৈরাগী দীঘির জল দূষণমুক্ত রাখতে রাজআদেশে মেলাকে প্যারেড গ্রাউন্ডের মাঠে স্থানান্তর করা হয় । বর্তমানে শ্রী শ্রী মদনমোহন বাড়ি থেকে রাসমেলা মাঠ (প্যারেড গ্রাউন্ড) ও জেনকিন্স স্কুল সংলগ্ন রাস্তা পর্যন্ত মেলা বসে । রাজামলে রাসমেলায় যত্রতত্র বসে যেতো জুয়ার আড্ডা । প্রলোভনে ফাঁদে পরে সর্বশান্ত হয়ে বাড়ি ফিরতেন গ্রামীন মানুষ । খবর পেয়ে নড়েচড়ে বসেন তৎকালীন হিজ হাইনেজ মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুর , তাঁরই নির্দেশেই ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে মেলায় জুয়া বন্ধ হয়ে যায় । ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে রাসমেলায় প্রথম বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করা হয়।

রাজআমলে কুচবিহারের মহারাজা সর্বপ্রথম রাস উৎসবের সূচনা করতেন এবং ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হিজ হাইনেজ মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুর রাসচক্র ঘুরিয়ে উৎসবের সূচনা করে শ্রী শ্রী মদনমোহন সহ মন্দিরে পূজিত সব বিগ্রহকে প্রনাম জানাতেন । ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে হিজ হাইনেজ মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুর রাজস্থানের জয়পুরে যুবরাজ কর্নেল ভবানী সিংহের (বাবলস) বিবাহ উপলক্ষ্যে আয়োজিত পোলো খেলা খেলতে গিয়ে ঘোড়া থেকে পরে বুকে আঘাত পান সেই জন্য সেবছর উনার পরিবর্তে উনার বিদেশী স্ত্রী মহারানী জর্জিনা নারায়ণ বা জিনাদেবী রাসচক্র ঘুরিয়ে শ্রী শ্রী মদনমোহন ঠাকুরের রাসযাত্রার উদ্বোধন করেন ।এই ঘটনায় সেইসময় রাজপরিবারের প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে কিছু বিরোধিতা হলেও তৎকালীন কুচবিহারের জেলাশাসক নীতিশ সেনগুপ্তের মধ্যস্থতায় সমস্যা মিটে যায়। শেষ স্বাধীন মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুর ও মহারানী জর্জিনা দেবী নিঃসন্তান ছিলেন ।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ১১ই এপ্রিল হিজহাইনেজ মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুরের মৃত্যুর পর , রাজপরিবারের সম্মতিতে রাজভ্রাতা প্রয়াত রাজকুমার ইন্দ্রজিতেন্দ্র নারায়ণ ও রানী কমলা দেবীর পুত্র কুমার বিরাজেন্দ্র নারায়ণ পরবর্তী কুচবিহারের রাজত্বহীন ও মুকুটহীন মহারাজা রূপে রাজসিংহাসনে বসেন । সেই সময় মহারাজা বিরাজেন্দ্র নারায়ন দেবত্র ট্রাস্টের সভাপতি হিসেবে রাস উৎসবের সূচনা করতেন। ১৯৯২ সালে মহারাজা বিরাজেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যুর পর দেবত্র ট্রাস্টের পরবর্তী সভাপতি হিসেবে সরকারি আমলারা জেলাশাসকে দিয়ে রাসের উদ্বোধন , পুজো ও যজ্ঞ করিয়ে আসছেন।

উত্থান একাদশী ছোট মদনমোহন বাবার ঘুম ভাঙবার পর তিনদিন সঙ্গীদের নিয়ে মদনমোহন ঠাকুরের নির্ভেজাল আড্ডা তথা ‘ বারাম’ শেষে রাস পূর্ণিমার রাতে ‘ পশার ভাঙ্গা’ অনুষ্ঠান ও কাত্যায়নী পুজোর পর শুরু হয় মদনমোহন মন্দিরে ‘ রাসপুজো’। রাত ৯ টায় পুজোয় বসেন জেলাশাসক। উপস্থিত থাকেন রাজার ধর্মীয়প্রতিনিধি ‘ দুয়ারবক্সি’ অজয় কুমার দেব বক্সী।

কুচবিহারের রাসউৎসবের মূল আকর্ষন রাসচক্র । এখানকার বাসিন্দা আলতাফ মিঞা বংশপরম্পরায় এই রাসচক্র তৈরী করেন । লক্ষীপূর্ণিমার দিন থেকে আলতাফ মিঞা ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা একমাস ধরে নিরামিষ খেয়ে কাগজকেটে নানারকম সুক্ষনকশা করে এবং তারসাথে থাকে দেবদেবীর রঙ্গিন ছবি দিয়ে রাসচক্র বানানো শুরু করেন এবং কুচবিহারবাসীরা রাসচক্র ঘুরিয়ে পুন্য অনুভব করেন।

এখানকার রাসমেলার অন্যতম আকর্ষণ, পুতনা রাক্ষসীর বিশালাকার মূর্তি। তার টান এড়ানো মুশকিল। মদনমোহন মন্দির চত্বরের এক প্রান্তে বড়সড় ট্রলির উপর ওই মূর্তি তৈরি করা হয়। এ বারেও মৃৎশিল্পী পূর্ণেশ্বর চিত্রকরের হাতের ছোঁয়ায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে পুরাণের খণ্ডচিত্র।

মেলা উপলক্ষে মদনমোহন মন্দির চত্বরে ধর্মীয় কাহিনি মডেলের মাধ্যমে পুতুলঘরে সাজিয়ে রাখাটাও এখানকার পুরনো ঐতিহ্য। রামায়ণ-মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনির টুকরো ছবি ছাড়াও নানা ধর্মীয় গল্পও মূর্তির মডেলের মাধ্যমে মন্দিরের দেওয়াল লাগোয়া এলাকা জুড়ে তৈরি পুতুলঘরে সাজিয়ে রাখা হয়। রাতের আলোকসজ্জায় এ সবই হয়ে ওঠে নজরকাড়া।

সব মিলিয়ে এক সাজো সাজো রব। মন্দির চত্বরে কীর্তন, ভাগবত-পাঠ ও ধর্মমূলক যাত্রাগান অনুষ্ঠিত হয়। রাস উৎসবের দায়িত্ব বর্তমানে দেবোত্তর ট্রাস্ট পালন করলেও মেলা পরিচালিত হয় পুরসভার মাধ্যমে।

উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতে রাসমেলা এক মাইলফলক। লক্ষ লক্ষ মানুষ আসে।কোটি কোটি টাকার ব্যবসা হয় এই মেলায়। সূচ থেকে শুরু করে চারচাকার বাহন কিছুর বিপনি বাদ যায় না! এতদঞ্চলের অর্থনীতির উপর এই মেলার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সংলগ্ন স্টেডিয়ামে মঞ্চ বেঁধে চলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মেলা চত্বরে ছোট বড় সকলের জন্য জয় রাইড, সার্কাস! রাশি রাশি দোকান, খাবারের দোকান। মেলার আরেক আকর্ষণ ভেটাগুড়ির জিলিপি। কথিত আছে বাবা মদনমোহন কুচবিহার ছেড়ে যান না, এই জিলিপির স্বাদের জন্য! আশেপাশের এলাকার, অন্য রাজ্যের এমনকি প্রতিবেশী দেশ যেমন নেপাল, ভূটান, বাংলাদেশ ইত্যাদি বিভিন্ন দেশ থেকেও দর্শনার্থীরা ও ব্যবসায়ীরা আসেন। এক আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত এই মেলা। এ এক অদ্ভুত মিলনক্ষেত্র। ভাপা পিঠা ও জিলিপির মেলবন্ধন সত্যি সকলের মনে এক সুবাতাস বইয়ে দেয়।

২০৮ তম বর্ষে থমকে গিয়েছিল রাসযাত্রা উপলক্ষে ‘ রাসমেলা’। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের পর ২০২০। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে কুচবিহার রাজ্যে কলেরার প্রকোপ বাড়ায় সেবার বন্ধ ছিল রাজ ঐতিহ্যবাহী রাসমেলা। আর ২০২০তে করোনা আবহে স্থগিত হয়েছিল মেলা।

রাসমেলায় ছোটদের রকমারি হাজারো খেলনা আসে। তার মধ্যে অন্যতম, টমটম গাড়ি। বিহারের কিষাণগঞ্জ থেকে ফি বছর আকবর আলি আজমল শেখের মতো ৫০জনের বেশি বিক্রেতা টমটম গাড়ি নিয়ে মেলায় পসরা জমান। মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ হাইস্কুল লাগোয়া এলাকায় রাস্তার পাশে ডেরা বেঁধে চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টমটম গাড়ি তৈরি করেন এঁরা। মেলা ঘুরে সেই গাড়ি ফিরিও করেন। সাতসকালে কুচবিহারের বিভিন্ন এলাকা ঘুরেও বিক্রি চলে। বাঁশ কেটে তার উপর অনেকটা মাটির বাটির আকারের পাত্র বসিয়ে প্লাস্টিকে মুড়ে দেওয়া হয়। তার মধ্যে বাঁশের কাঠি ও মাটির চাকা বসিয়ে তৈরি হয় টমটম গাড়ি। এক সময় এক টাকায় ওই টমটম গাড়ি বিক্রি হতো। এখন দাম প্রায় দশ গুণ বেড়েছে। তাই বলে কদর কমেনি। ছোটদের যে ওই খেলনা চাইই চাই...।

এই ভাবেই যুগের পর যুগ ভক্তরা স্মরণ করে আসছে সেই দ্বাপর যুগের রাসনৃত্যের পবিত্র রাতকে , যেদিন ত্রিভুবন দেখেছিল জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন।

সম্পাদকীয়

ইউনেস্কোর হেরিটেজ তালিকায় ঠাঁই পাক রাসমেলা

১৮১২ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণ ভেটাগুড়িতে রাস পূর্ণিমার দিন তার রাজপ্রসাদে গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে কোচবিহারের রাজপরিবারের কুলদেবতা মদনমোহনের রাস উৎসবের আয়োজন করেন। সময়ের প্রেক্ষিতে রাজপ্রাসাদ ভেটাগুড়ি থেকে ধলুয়াবাড়ি হয়ে ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে শহরে স্থানাত্বরিত হয়ে আসে । আর রাস উৎসব পালিত হতে থাকে রাজপ্রাসাদের মাঠে। কালক্রমে রাজপরিবারের কুলদেবতা মদনমোহনের নতুন মন্দির বৈরাগী দিঘির উত্তরপাশে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে স্থাপন করেন মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ। এরপর রাস উৎসব পালন করা হতে থাকে মদনমোহনবাড়িতে। আর সেই সময় থেকে রাসমেলা স্থানাত্বরিত হয়ে আসে মদনমোহনবাড়ি সংলগ্ন প্যারেড গ্রাউন্ডে। এসময় থেকেই কলেবর বৃদ্ধি হতে থাকে রাসমেলার। আজ রাসমেলা হয়ে উঠেছে ভারতের ইতিহাসে অন্যতম জনপ্রিয় ও প্রাচীন মেলায়। বিশ্বের ইতিহাসে একমাত্র কোচবিহারের মহারাজাদের কুলদেবতা মদনমোহনের রাস উৎসব কে কেন্দ্র করে হওয়া রাসমেলা আজ হয়ে উঠেছে সকল ধর্ম,জাতি,বর্নের উর্দ্ধে উঠে প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ের মেলা। মদনমোহনের রাস উৎসব উপলক্ষে যে রাসচক্র আমরা ঘোরাই তা বংশ পরিক্রময়ায় বানান এক মুসলিম পরিবার। আর এই রাসচক্র দেখতে বৌদ্ধগুম্ফার বৌদ্ধ চক্রের আদলে। ভারতের চিরাচরিত আদর্শ সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের আদর্শে আজ২১০ বছরের প্রাচীন এই মেলা । হেরিটেজ কোচবিহারের অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্যের নিদর্শন এই মেলা। এবছর কলকাতার দুর্গাপুজো ইউনোস্কোর হেরিটেজ তালিকায় অর্ন্তভুক্ত হওয়ায় কোচবিহারের রাসমেলারও ইউনিস্কোর হেরিটেজ তালিকায় অর্ন্তভুক্তির দাবীকে আরও জোরালও করেছে। আর সেটা হওয়াই স্বাভাবিক। কয়েক প্রজন্ম ধরে দেশের বিভিন্নপ্রান্ত থেকে মেলায় আসছে এমন ব্যবসায়ীর সংখ্যাটাও প্রচুর। তাই এবার উদ্যোগ নিলেন খোদ কোচবিহার পুরসভার পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। রাসমেলার বিভিন্ন ঘটনাকে লিপিবদ্ধ করার পাশাপাশি তিনি পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশনের সভাপতি চিঠি করেছেন রাসমেলাকে ইউনেস্কোর হেরিটেজ তালিকায় নাম ওঠাবার জন্য। তার এই উদ্যোগ অবশ্যই সাধুবাদ যোগ্য। আমাদের উচিৎ সমস্ত রাজনৈতিক সংকীর্নতাকে উপেক্ষা করে কোচবিহার পুরসভার পুরপতির পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করা। যাতে হেরিটেজ কোচবিহারের অন্যতম প্রধান এই রাসমেলা ইউনেস্কোর হেরিটেজ তালিকায় স্থান করে নিয়ে এই মেলাকে ছরিয়ে দেক বিশ্বময়। এতে ঐতিহ্যময় কোচবিহারে সাংস্কৃতিক গরিমা বৃদ্ধির পাশাপাশি পর্যটনেও আসবে নতুন দিশা।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা	ঃ দেবাশিস ভৌমিক
সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক	ঃ চিরন্তন নাহা, বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী, পার্থ নিয়োগী
ডিজাইনার	ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

রাসমেলায় অনন্ত মহারাজের উপস্থিতিতে রাজনৈতিক জল্পনা

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: উদ্বোধন হলো ঐতিহ্যবাহী রাস মেলার। মেলার উদ্বোধন করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। রাস মেলার উদ্বোধনী মঞ্চে তৃণমূলের একঝাঁক নেতৃত্বদের মাঝে দেখা গেল দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের নেতা অনন্ত মহারাজ কে। যেখানে তৃণমূল কংগ্রেস পৃথক রাজ্যের দাবীকে কোনভাবেই সমর্থন করে না সেখানে অনন্ত মহারাজের উপস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক জল্পনার। বিগত বিধানসভা নির্বাচন এবং লোকসভা নির্বাচনে অনন্ত মহারাজকে সরাসরি ভাবে বিজেপির হয়ে নির্বাচনী প্রচার করতে দেখা গিয়েছিল বিভিন্ন মঞ্চে। আগা গড়াই পৃথক রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন করে আসছেন অনন্ত মহারাজ। কয়েকদিন আগেও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের বাড়িতে গিয়ে বৈঠক করেন অনন্ত মহারাজ। এবং বৈঠক শেষে পরিস্কার ভাষায় জানান পৃথক রাজ্য হতে শুধু সময়ের অপেক্ষা। তারপরেও অনন্ত মহারাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে চাইছে তৃণমূল কংগ্রেস। কিছুদিন আগেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনন্ত মহারাজের কাছে ভাইফোঁটার শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান। কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ অনন্ত মহারাজের বাড়িতে গিয়ে ভাইফোঁটার শুভেচ্ছা বার্তা পৌঁছে দেন। এবার রবীন্দ্রনাথ ঘোষের আমন্ত্রণে রাসমেলার উদ্বোধনী মঞ্চে অনন্ত মহারাজ। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অনন্ত মহারাজ কে বিভিন্নভাবে কাছে টানার চেষ্টা করলেও এদিনের রাস মেলার উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে নেমেই তিনি পরিস্কার ভাষায় জানিয়ে দেন কোন শাসক দলের ধারে কাছে নেই তিনি। রাস মেলা একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান তাই তিনি এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। অনন্ত মহারাজের এই বক্তব্যের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন এখনও তার সমর্থন বিজেপির সঙ্গেই রয়েছে। অনন্ত মহারাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেস আগামী নির্বাচনের বৈতরণী পার করতে চাইলেও তা সফল হবে না বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। অনন্ত মহারাজের এই বক্তব্যের পর উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তৃণমূলের কর্মীরাই একমাত্র ভোটকেচার। তারা যদি একসঙ্গে থাকে তাহলে আর অন্য কারো ভোটের প্রয়োজন নেই।

সন্মাননা আলতাফকে

তিন প্রজন্ম ধরে নামমাত্র অর্থে কেবল ঐতিহ্য বজায় রাখতে কোচবিহারের মদনমোহনের রাসচক্র বানিয়ে আসছেন আলতাফ মিয়াঁ। রাসচক্র বানাবার সময় ফিবছর নিরামিষ খেয়ে বিভিন্ন নিয়ম মেনে নিষ্ঠা সহকারে তিনি কাজ করেন। বয়সের কারনে ও আর্থিক অবস্থা খারাপের কারনে বিপর্যস্ত তিনি। রাসমেলার কলরবের আলোকছটায় ঢাকা পড়ে যায় আলতাফের অন্ধকারের কথা। এবার ছবিটা অন্যরকম। প্রথমবার পুরপতি হয়েই রাসমেলার উদ্বোধন মঞ্চে আলতাফ মিয়াকে কোচবিহার পুরসভার পক্ষথেকে সন্মাননা প্রদান করলেন পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। আলতাফের শরীরের কথা ভেবে তার বাড়ির সামনে থেকে বাঁধে ওঠার রাস্তা পর্যন্ত পাকা সিড়ি কোচবিহার পুরসভার পক্ষথেকে করে দিয়েছেন পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। রাসমেলার উদ্বোধনী মঞ্চে পুরসভার পক্ষথেকে ২৫ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। একইসাথে রবীন্দ্রনাথ বাবু বললেন ‘ যতদিন আলতাফ মিয়াঁ মদনমোহনের রাসচক্র বানিয়ে যাবেন ততদিন পুরসভার পক্ষ থেকে প্রতি বছর ২৫ হাজার করে টাকা দেওয়া হবে”। এদিন এই সন্মান পেয়ে কোচবিহার পুরসভা কতৃপক্ষে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন কোচবিহারের সম্প্রীতির রোলমডেল আলতাফ মিয়াঁ।

আজও মা ভবানী বিড়ি

না এখানে বিধি সর্ম্পক সতর্কীকরন এর বিজ্ঞপ্তি দেবার নিয়ম নেই। আর থাকবেই বা কেন ? কোচবিহারে হাটে বাজারে আজ মা ভবানী বিড়ির দেখা না মিললেও একেবারের রাসমেলার কেন্দ্রতে পূর্ত দপ্তরের বাংলোর পাশেই আছে ইয়া বড় একসময় কোচবিহারের মানুষের সুখটানের প্রিয় মা ভবানী বিড়ির গেট। এই গেট মেলায় হয়ে আসছে তাও বছর আশি হয়ে গেল। তিন চার প্রজন্ম থেকে মেলায় কেউ কেউ দেখে আসছে এই গেট। ভিড়ের মাঝে এই গেট হয়ে ওঠে খুঁজে পাবার ঠিকানা। তাই তো এই গেটের সামনে এসে নস্টালজিক হয়ে যায় অনেকে। এই যেমন তুফানগঞ্জের সুজন রায়। বললেন সেই ছোটবেলায় দাদুর হাত ধরে মেলায় এসে দেখেছিলাম এই গেট। আর আজ কোলে নাতিকে নিয়ে এসেও দেখছি একই আছে মা ভবানী বিড়ির গেট।

উদ্বোধনে সম্প্রীতির বার্তা তিন হেভিওয়েটের

কোচবিহার: একেই বলে মদনমোহনের মহিমা। রাসমেলার উদ্বোধনী মঞ্চেই সম্প্রীতির বার্তা দিলেন উত্তরবঙ্গের তিন হেভিওয়েট নেতা। সবার প্রথমে কোচবিহার পুরসভার পুরপতি তথা প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন ‘পাহাড়, সমতল সমস্ত মিলে আমাদের সকলকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করতে হবে’ । প্রায় একই কথা উঠে এল বর্তমান উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহের বক্তব্যেও । তিনি বলেন ‘ এই মেলা জাতীয় সম্প্রীতির নিদর্শন। এখানে কেউ বলেনা তুমি কোথা থেকে এসেছ ? কোচবিহার সবার। এই মেলায় আসা মানে সম্প্রীতি বাড়িয়ে তোলা’। শিলিগুড়ির বর্তমান মেয়র তথা প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী গৌতম দেব বলেন ‘ এখানে সমস্ত মানুষ মিলে একাকার হয়ে গেছে। আমরা এই মঞ্চ থেকে সম্প্রীতি ও সৌভাতৃত্বের বার্তা দিচ্ছি। বাংলার মানচিত্র অটুট রেখে সমস্ত মানুষকে সঙ্গে নিয়ে উন্নয়নের ক্ষেত্রে,সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সবাইকে নিয়ে সামিল হব।“

নেই বাপ্পা টুপি

বাংলার হোসিয়ারি শিল্প জগতের এক চেনা ব্র্যান্ড ছিল বাপ্পা। ফি বছর মেলার সময় স্টেডিয়ামের পশ্চিমপাসে গ্যালারির গা ঘেসে বানাত তাদের হোসিয়ারি দ্রব্যের স্টল। আর নিজেদের ব্র্যান্ডের প্রচারে টুপির মত করে কাগজ ও গার্ডারের সংমিশ্রনে বানাত এক টুপি। যা বাপ্পা টুপি নামেই খ্যাত ছিল। বিশেষ করে স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যেই এই টুপির চাহিদা ছিল বেশী। তাই পড়ুয়ারা স্কুল শুরুর আগে,টিফিনের সময় ও ছুটির পর সেই স্টলে ভিড় জমাত বিনে পয়সায় বাপ্পা টুপি সংগ্রহের জন্য। আজ আর স্টল দেয় দেয়না সেদিনে হোসিয়ারি শিল্পের অন্যতম ব্র্যান্ড বাপ্পা । ফলে মেলেনা বাপ্পা টুপি। আর থাকলেও এই মোবাইলের যুগে এই টুপি সংগ্রহে আদপেই আগ্রহ দেখাত কিনা এসময়কার স্কুল পড়ুয়ারা সেটাও লাখ টাকার প্রশ্ন

বিনয়ের পুজো

একেই বলে রথ দেখা আর সাথে কলা বেচা। রাসমেলার উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জিটিএ চেয়ারম্যান বিনয় তামাং। ৮ নভেম্বর উপস্থিত থাকলেন সাংস্কৃতিক মঞ্চে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। পরদিনই সকালে পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ কে নিয়ে ছুটলেন সোজা মদনমোহন মন্দিরে একদম ডালা সাজিয়ে পুজো দিতে। পুরো মদনমোহন বাড়ি ঘুরে তাকে দেখা গেল ভক্তভরে পুজো দিতে।

হাতির দেখা নেই

সার্কাস মানেই হাতির ক্রিকেট খেলা কিংবা হাতির শিব পুজো। এছিল সার্কাসেই পরিচিত ছবি। হাতি দিয়ে মানুষ টানতে আগে সার্কাস কতৃপক্ষ দিনের বেলায় সার্কাস গেটের সামনে বেধেঁ রাখত হাতি। আর তাই দেখতে ভিড় জমাত মানুষ। এখন সার্কাসে পশুপাখির খেলা নিষেধাজ্ঞার ফলে বন্ধ। তাই দেখা মেলেনা হাতির। তাই দিনের বেলায় সার্কাসের গেটে কেবলই শূন্যতা।

হায়রে নেশা

খুবের কথা না হয় বাদ রাখলাম। তবে অল্পসল্প সুরা পান করলেও উঠতে দেওয়া হচ্ছেনা এবার নাগরদোলায়। যাতে নেশা করে নাগরদোলায় উঠে কোন অঘটন না ঘটে। তাই নাগরোদোলার টিকিট কাউন্টার এর বাইরেই ঝুলন্ত বোর্ডে টানান নিষেধাজ্ঞা নোটিশ ঝুলছে "নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ওঠা যাবেনা"।

স্টলে সেলিম

প্রত্যেক বছরের মত এবারেও রাসমেলায় বুকস্টল দিল সিপিআইএমের কোচবিহার জেলা কমিটি। মার্কসীয় সাহিত্য পাশাপাশি পার্টি সংক্রান্ত বই এর সম্ভার নিয়ে এই স্টল। গত ১০ নভেম্বর সন্ধ্যায় এই বুক স্টলের উদ্বোধন করলেন সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক তথা পলিটব্যুরোর সদস্য মহম্মদ সেলিম। তার সাথে উপস্থিত ছিলেন বর্তমান কোচবিহার জেলা সিপিআইএমের সম্পাদক অনন্ত রায়, প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ তথা রাজ্য কমিটির সদস্য তারিণী রায় ও সিপিআইএমের জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য মহানন্দ সাহা। বই স্টল উদ্বোধনের পর কিছুক্ষন স্টলে থেকে তারপর পার্টির কর্মীদের সাথে মেলায় হেটে ঘোরেন তিনি। মেলা দেখতে আসা মানুষের সাথে তাকে কথা বলতেও দেখা যায়।

অস্ত্র প্রদর্শনী

সেনাবাহিনীর অস্ত্র প্রদর্শনীর ছবি আমাদের এতদিন চেনা ছিল কিন্তু এবার একই ভাবে দেখা দিল কোচবিহার জেলা পুলিশ রাস মেলার মাঠে কোচবিহার জেলা পুলিশের স্টলে হচ্ছে পুলিশের বিভিন্ন অস্ত্র নিয়ে প্রদর্শনী এখানে সাধারণ মানুষ গিয়ে সমস্ত ধরনের অস্ত্র যা পুলিশ ব্যবহার করে তা দেখবার সুযোগ পাচ্ছে। সাথে বাড়তি পাওনা হিসেবে আছে ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং এর ব্যবস্থা।

নররাক্ষসের দেখা মিলল

হ্যা চমকে উঠলেও অবাক হবেন না একদম। ঠিকই শুনেছেন কোচবিহারের রাসমেলায় এসেছে নররাক্ষস। তবে তার সাক্ষাৎ পেতে হলে কাটতে হবে টিকিট। আর তারপর দেখবেন তার কান্ডকারখানা। ভয় নেই আপনাকে খাবেনা। তবে ইট, কাচা সবজি, কাঠ, কাচ, প্ল্যাস্টিক খেয়ে ফেলছে সে সবার সামনে।

নাগিন কন্যা

সিনেমায় দেখা সেই নাগিন কন্যা নয় তবে রাসমেলার মাঠে বাস্তবেই দেখা মিলবে নাগিন কন্যার। আছে সেই নাগিন কন্যার সাথে সেলফি তোলার সুযোগ।

আজও ভয় পুতুনায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কে মারতে এসে শেষে নিজেই কৃষ্ণের হাতে মরেছিলেন রাক্ষসী পুতুনা। আর সেই পৌরানিক কাহিনীর রুপ মূর্তির মাধ্যমের তুলে ধরা হয় মদনমোহন বাড়িতে রাসচক্রের পাশে। লাল রং এর ইয়াবড় পুতুনা রাক্ষসী জিভ বেড় করে আছে তার বুকে ছোট্ট শিশু শ্রীকৃষ্ণ। পুতুনার এই রুপ দেখে ভয় পাইনি এমন শিশু কোচবিহারে দেখা মেলাই ভাড়। তবে শৈশবে ভয় পাওয়া পুতুনার পাশে দাড়িয়ে সেলফি তুলছে হাসিমুখে আজকের অনেক কিশোর কিশোরী।

বর্তমানে শিল্পী প্রভাত চিত্রকরের হাতে গড়ে উঠেছে এই পুতুনার মূর্তি। সময় লেগেছে ৮ দিন

খাওয়ায় স্বনির্ভর

মেলায় আসব অথচ খাওয়া হবেনা এটা কখনও হয়? এতদিন মেলায় আসা বিভিন্ন রেস্তোরাঁর স্টলে বসে খিদে মেটাত মেলায় আশা মানুষেরা। তবে এখন ছবি অনেক বদলেছে। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মা বোনেদের হাতের রান্নার অসাধারন সব বানান খবর নিয়ে জেলা পরিষদের তরফে দেওয়া হয়েছে খাবারের স্টল। আর সেই সুস্বাদু খাবারের স্বাদ নিতে জেলা পরিষদের তরফে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতে তৈরি খাবারের স্টলে জমছে ভিড়। এতে খাদ্যপ্রেমী মানুষের পাশাপাশি আয়ের এক নতুন দিশা পেয়েছে জেলার মহিলারা।

পালাবদল

সেদিন মদনমোহন বাড়িতে মহাতীর্থ কালিঘাট যাত্রাপালা দেখতে গিয়ে এক অভিনেতাকে দেখে অনেকেরই চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। আসলে যাত্রার প্রয়োজনে মেকআপ এর জন্য তার আসল চেহারা হাফিস। মানুষ তাকে সভা সমিতিতে মঞ্চে বক্তৃতা দেওয়া অবস্থায় বেশি অভ্যস্ত দেখতে। তিনি প্রবাল গোস্বামী কোচবিহারের তৃণমূল কংগ্রেসের শাখা সংগঠন জয় হিন্দ বাহিনীর জেলা সভাপতি। রাজনীতি নিয়ে সবসময় ব্যস্ত থাকলেও সংস্কৃতির প্রতি তার একটা আলাদা টান আছে। আর তার থেকেই এই অভিনয় করা। যদিও অভিনয়টা করলেন চমৎকার।

মেলায় সরকারি প্রকল্প

বিশেষ ভাবে সক্ষমদের জন্য মানবিক প্রকল্প কিংবা কন্যাশ্রী, রুপশ্রী প্রকল্প আজ সামাজিক ক্ষেত্রে এক মাইলস্টোন সৃষ্টি করেছে পশ্চিমবঙ্গের বুকে। আর এই প্রকল্পের সুবিধা গুলি মানুষের মধ্যে আরো ছড়িয়ে দিতে তাই মেলাকেই বেছে নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সরকারের তরফে সমাজকল্যান দপ্তর দিয়েছে রাসমেলায় তাদের স্টল। সেখানে মানুষ জানতে পারছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের তথ্য।

আবেগের টমটম

একশো বছর আগে থেকে প্রতি বছর টমটম গাড়ি নিয়ে বিহারের পূর্নিয়া, কাটিহার থেকে আসে বেশকিছু মানুষ। এরা বেশিরভাগই প্রায় চার পুরুষ ধরে টমটম গাড়ি বানিয়ে আসছে। বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তির খেলনার দাপটে টমটমের মত দেশীয় খেলনা বেশ ব্যাকফুটে। তবুও পিতৃপুরুষের সেই কাজ বাচিয়ে রাখতে ঐতিহাসিক রাসমেলায় আজও হাজির হয় টমটম গাড়ি নিয়ে বিহারের এই টমটম কারিগররা। আর টমটম এর আওয়াজ ছাড়া মেলা ভাবাই যায়না এখন। এমনই তার জনপ্রিয়তা।

সিএনজি সেগমেন্টে উপলব্ধ গ্লানজা ও আরবান ক্রুজার

শিলিগুড়ি: টয়োটা কির-লোস্কর মোটর (টিকেএম) আজ সিএনজি সেগমেন্টে প্রবেশের ঘোষণা করল। যার ফলে টয়োটা গ্লানজা এবং আরবান ক্রুজার হাইরাইডারের জন্য ই—সিএনজি প্রযুক্তির প্রবর্তনের মধ্যে এর গ্রেড লাইন আপ প্রসারিত করে। শুধু তাই নয় পরিবেশ-বান্ধব এবং অর্থনৈতিক বিকল্পের অফার করার লক্ষ্যে, উভয় মডেলেই ই-সিএনজি ট্রিম ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন (এমটি) পাওয়ারট্রেনের সাথে পাওয়া যাবে। ই-সিএনজি প্রযুক্তি সহ টয়োটা গ্লাঞ্জার দাম হবে ৮৪৩,০০০টাকা এবং টাকা এস এন্ড জি গ্রেডের জন্য দাম হবে যথাক্রমে ৯৪৬,০০০ টাকা। আরবান ক্রুজার হাইরাইডারের ই-সিএনজি ট্রিমের দাম শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে। উল্লেখ্য, আজ থেকে ভারতের সমস্ত টয়োটা ডিলারশিপে গ্লানজা এবং আরবান ক্রুজারের ই-সিএনজি ট্রিমের বুকিং শুরু হবে।

টিকেএম -এর বিক্রয় ও কৌশলগত বিপণনের সহযোগী ভাইস প্রেসিডেন্ট অতুল সুদ বলেন, সিএনজি সেগমেন্টে আমাদের যাত্রা করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

৩৭ মিলিয়ন শিশুকে পরিষেবা প্রদান করেছে সাইট ফর কিডস

কলকাতা: জনসন অ্যান্ড জনসন ভিশন এবং লায়ন্স ক্লাবস ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন তাদের 'সাইট ফর কিডস'-এর ২০ বছর উদযাপন করছে। এই উপলক্ষে জনসন অ্যান্ড জনসন ভিশন এবং লায়ন্স ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে কলকাতায় এক চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করেছে।

২০০২ সালে জনসন অ্যান্ড জনসন ভিশন এবং লায়ন্স ক্লাবস ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় সাইট ফর কিডসের লক্ষ্য হল নিম্ন-আয়ের এবং সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়ের শিশুদের জন্য সঠিক চক্ষু স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা। এই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি লায়ন্স সাফারি পার্ক এবং কলকাতা বৃহত্তর বিদ্যা মন্দির স্কুলে দুই দিনব্যাপী প্রায় ৫০০ শিশুর জন্য চোখের স্ক্রিনিংয়ের করা হয়।

বিগত ২০ বছর ধরে সাইট ফর কিডস প্রোগ্রামটি বিশ্বব্যাপী প্রায় ৬০০,০০০ শিশুকে চোখের স্বাস্থ্যের চিকিৎসা প্রদান করেছে। ভারতে, একটি সম্প্রদায় এবং একটি স্কুল-ভিত্তিক মডেলের মাধ্যমে, প্রায় ৩৭ মিলিয়ন শিশুর দৃষ্টি মূল্যায়নের সুবিধা দিয়েছে সাইট ফর কিডস।

ভি-হাঙ্গামা মিউজিক পার্টনারশিপ

শিলিগুড়ি: সঙ্গীত প্রেমীদের কথা মাথায় রেখে হাঙ্গামা মিউজিকের সাথে পার্টনারশিপে সাপ্তাহিক লাইভ ভার্চুয়াল 'ভি মিউজিক ইভেন্টস'চালু করল দেশের শীর্ষস্থানীয় টেলিকম ব্র্যান্ড ভি। উল্লেখ্য, এই সঙ্গীতানুষ্ঠানটি শুরু হচ্ছে ৪ নভেম্বর সন্ধ্যা ৭ টাথেকে। গুরপাল, সুনিধি চৌহান, ইউফোরিয়া, মামে খান, সুখ-ই সহ আরও অনেক সঙ্গীত শিল্পী এবং ব্যান্ড এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবেন।

হাঙ্গামা ডিজিটাল মিডিয়ার সিইও সিদ্ধার্থ রায় বলেন, ভি-এর সাথে হাঙ্গামার পার্টনারশিপের লক্ষ্য হল ভিআই অ্যাপে হাঙ্গামা মিউজিকের মাধ্যমে সঙ্গীত প্রেমীদের দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পীদের ৫২টি ডিজিটাল পারফরম্যান্সের লাইভ অভিজ্ঞতা প্রদান করা।

শ্যাডোফ্যাক্স চ্যাম্পিয়ন্স লীগ চলবে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত

কলকাতা: হাইপারলোকাল ডেলিভারির জন্য ডেলিভারি পার্টনার নিয়োগ করবে শ্যাডোফ্যাক্স। শ্যাডোফ্যাক্স টেকনোলজিস হল ভারতের বৃহত্তম ক্রাউডসোর্স। যা তৃতীয় পক্ষ লাস্ট-মাইল ডেলিভারির জন্য একটি লজিস্টিক প্ল্যাটফর্ম অফার করে।

এই মরসুমে নিয়োগ ত্বরান্বিত করতে বচেয়ে বড় রেফারেল প্রতিযোগিতা তথা শ্যাডোফ্যাক্সের লজিস্টিক প্ল্যাটফর্মটি একটি চ্যাম্পিয়ন্স লীগ চালু করেছে। যা হবে সবচেয়ে রেফারেল প্রতিযোগিতা। শুরু হয়েছে ১০ অক্টোবর থেকে এবং চলবে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত।

২০২২-এ কেএসবির ত্রৈমাসিক বিক্রয় বৃদ্ধি ১৭%

কলকাতা: ৩০ সেপ্টেম্বর শেষ হয়েছে কেএসবি লিমিটেডের চলতি বছরের ৬ / ত্রৈমাসিক ৩।জুলাই'২২ থেকে সেপ্টেম্বর'২২ পর্যন্ত কেএসবি লিমিটেড তৃতীয় ত্রৈমাসিকে অসামান্য প্রবৃদ্ধি / আউট স্ট্যান্ডিং গ্রোথ নথিভুক্ত করেছে।এই ত্রৈমাসিকে অর্জিত ৪,৩১৩ মিলিয়নের বিক্রয় মূল্য আগের বছরের তুলনায় ১৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ত্রৈমাসিকের জন্য বিক্রয় মূল্য হল ১২,৯৭৪ মিলিয়ন। যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ২৩% বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই প্রবণতা অব্যাহত রেখে, কেএসবি তার পেট্রোকেমিক্যাল সেগমেন্ট থেকেও উল্লেখযোগ্য অর্ডার পাচ্ছে। বলাবাহুল্য, এই ত্রৈমাসিকে একটি ত্রৈমাসিকের মধ্যে সর্বোচ্চ অর্ডার নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে বাজিয়ান সিসিপিপি প্রকল্পের জন্য এনপিসিআইএল এবং CalikEnergie-এর অর্ডারগুলি।

টিসিআই-এর স্ট্যান্ড অ্যালোন রেভিনিউ বৃদ্ধি ২৩%

কলকাতা: ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড(টিসিআই) আজ Q2 / কিউ২ এবং H1/ FY'23 / এইচ১ / এফওয়াই ' ২৩-এর ফলাফল ঘোষণা করেছে। উল্লেখ্য, এই ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া হল ভারতের শীর্ষস্থানীয় ইন্টিগ্রেটেড সাপ্লাই চেইন এবং লজিস্টিকস সলিউশন প্রভাইডার।

টিসিআই তার বিস্তৃত মাল্টিমডাল নেটওয়ার্ক, কাস্টমাইজড পরিষেবা অফার, সঠিক প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ এবং অটোমেশনের মাধ্যমে উচ্চ প্রবৃদ্ধির অংশগুলিকে ট্যাপ করার ক্ষেত্রে বিশেষ অবস্থান করছে।

কোম্পানির স্ট্যান্ডঅ্যালোন এইচ১ এফওয়াই ২০২২ সালে ইবিআইটিডিএ গত বছরের তুলনায় বেড়ে হয়েছে ২১৪ কোটি টাকা। গত বছরে এর পরিমাণ ছিল ১৮৬ কোটি টাকা। এইচ১ এফওয়াই ২০২২ সালে ইবিআইটিডিএ বর্তমান মার্জিন ১৩.৮২%। আগে যা ছিল ১২.৯২% এবং রেভিনিউ আদায়ের পরিমাণ ১,৬৫৮ কোটি টাকা। যার y-o-y / ওয়াই- ও -ওয়াই বৃদ্ধি ২৩%। এছাড়া এইচ১ এফওয়াই ২০২২-এ টাকার PAT / পিএটি ১১৭ কোটি। যা আগে ছিল ১৩৪ কোটি টাকা।

টিসিআই-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিনীত আগরওয়াল বলেন, কিউ২ এবং এইচওয়াই এফওয়াই২৩ কোম্পানি ধারাবাহিক ভাবে কর্মক্ষমতা প্রদর্শন করেছে। যার ফলে ব্যবসায় মুদ্রাস্ফীতির চাপ সত্ত্বেও সন্তোষজনক ফলাফল করতে পেরেছে।

ক্যাচ সল্টের মুখ অক্ষয় কুমার এবং ভূমি পেডনেকর

কলকাতা: ডিএস গ্রুপের পক্ষ থেকে ডিএস স্পাইসকো ক্যাচ সল্টস অ্যান্ড স্পাইসেসের জন্য একটি নতুন ক্যাম্পেন শুরু করেছে। যার ট্যাগ লাইন হল "কিউঁ কি খানা সীর্ফ খানা নেহি হোতা"। ক্যাচ সল্টের এই নতুন ক্যাম্পেনের ব্রান্ড অ্যাম্বাসেডর নিযুক্ত হয়েছেন অক্ষয় কুমার এবং ভূমি পেডনেকর।

ডেন্টসু ক্রিয়েটিভের কনসেপ্টের ওপর তৈরি ক্যাচ সল্টের এই ক্যাম্পেনটিতে দেখানো হয়েছে – ট্র্যাডিশনালই হোক বা আন্তর্জাতিক- যে কোন ধরনের খাবারের স্বাদ সঠিক ভাবে বজায় রাখতে গেলে সঠিক পরিমাণ ও গুণমানের নুন ও মশলার ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি। ডেন্টসু ক্রিয়েটিভ নর্থের প্রেসিডেন্ট অজিত দেবরাজ বলেন, "ক্যাচ সল্টস অ্যান্ড স্পাইসেস হল একটি প্রগতিশীল ব্র্যান্ড যা তার প্রিমিয়াম গুণমান এবং বিস্তৃত পণ্যের জন্য পরিচিত এবং একটি নতুন অবস্থান গ্রহণের চেষ্টা করছে। যা খাদ্যের সাথে গ্রাহকদের একটি গভীর বন্ধনে আবদ্ধ করে।

গত বছরের তুলনায় ওয়াই-ও-ওয়াই বৃদ্ধি ২৯৮%

কলকাতা: ইন্ডিয়ান গ্যাস এক্সচেঞ্জ (আইজিএক্স) চলতি বছরের অক্টোবর পর্যন্ত ৪১,০৫,৪০০এমএমবিটিইউ (~১০৩ এমএমএসসিএম) পরিমাণ গ্যাসের লেনদেন করেছে। যা সর্বকালীন রেকর্ড। যা এই একই সময় গতবছরে লেনদেন করা ১০.৩০ এলএসি এমএমবিটিইউ থেকে ওয়াই-ও-ওয়াই ২৯৮% বেশি এবং সেপ্টেম্বর ২০২২-এ এলএ সি- এমএমবিটিইউ ১৪.৯১-এর তুলনায় ১৭৫% এমওএম বেশি। অর্থাৎ মোট মোট ২৫৪টি ট্রেড হয়েছে। যা এক মাসে সর্বোচ্চ।আইজিএক্স বর্তমানে ডে-এহেড, ডেইলি, উইকডে, উইকলি, পাক্ষিক এবং মাসিকের মতো ছয়টি ভিন্ন চুক্তিতে ডেলিভারি-ভিত্তিক ট্রেড অফার করে, যার অধীনে টানা ছয় মাস ট্রেড করা যেতে পারে।

এক মাসে ২৩,০০,০৫০ এমএমবিটিইউ ভলিউম গ্যাস এক্সচেঞ্জে করা হয়েছে। উল্লেখ্য,এই মাসে, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং বেদান্ত লিমিটেডের মতো বড় স্টেকহোল্ডাররা আইজিএক্স-এর মালিকানা সদস্য হিসাবে যোগদান করেছে।

ভারতের অভ্যন্তরীণ গ্যাসের চাহিদা এবং সরবরাহের আইজিএক্স-এ আবিষ্কৃত দামগুলি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেখানে প্রায় ৩০% এর দামের অনুরূপ নিম্নমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

২২,৮০,৭৫০ এমএমবিটিইউ তে একমাসে আইজিএক্স ১২.৪৬ ডলার/এমএমবিটিইউ সিলিং মূল্যের গ্যাস লেনদেন করেছে। যা ডোমেস্টিক গ্যাসের ক্ষেত্রে একটি রেকর্ড। উল্লেখ্য এই ডোমেস্টিক গ্যাস সেলিং সেক্টর রয়েছে সিজিডি, পেট্রোকেমিক্যাল, পাওয়ার, গ্লাস, সিরামিক, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি।

টাইপ ২ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে অপরিহার্য আমন্ড বাদাম

কলকাতা: স্বাস্থ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে ১৪ নভেম্বর পালিত হবে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস।

২০২১ সালে ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফেডারেশনের একটি রিপোর্ট অনুসারে, ভারতে ৭৪ মিলিয়নেরও বেশি প্রাপ্তবয়স্ক ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। লাইফ স্টাইলে ছোটখাটো পরিবর্তনের মাধ্যমে টাইপ ২ বা প্রিডায়াবেটিস প্রতিরোধ করা সম্ভব। উল্লেখ্য, সার্ভেতে দেখা গেছে প্রোটিন গ্রহণ বাড়ানো এবং কার্বোহাইড্রেট যুক্ত খাবার কম খেলে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। যা প্রিডায়াবেটিসকে বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখে। এই আমন্ড বাদামে যেমন রয়েছে ফাইবার, ভাল চর্বি সহ উদ্ভিদ প্রোটিন। তেমনি রয়েছে খনিজ। যেমন ভিটামিন ই, ম্যাগনেসিয়াম এবং পটাসিয়াম। অভিনেত্রী এবং সেলিব্রেটি, সোহা আলি খান বলেন, আমন্ড বাদাম প্রোটিন, ভিটামিন ই, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রনের মতো ১৫টি প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করে। তাই স্বাস্থ্যকর স্ন্যাকস হিসেবে আমন্ড বাদাম ভীষণ উপযোগী।

রিটেইল ফুটপ্রিন্ট বাড়াতে 'ভি শপস' চালু করেছে ভি

শিলিগুড়ি: দেশের ৫০০ মিলিয়ন মানুষকে ডিজিটালভাবে সংযুক্ত করে ভারতের শীর্ষস্থানীয় টেলিকম অপারেটর, ভোডাফোন আইডিয়া লিমিটেড(ভি)। সাব ডিস্ট্রিক লেভেলে রিটেইল ফুটপ্রিন্ট বাড়াতে ভি পশ্চিমবঙ্গের অনেক শহরে ৫০টি নতুন ফর্ম্যাট 'ভি শপস' চালু করেছে। উল্লেখ্য, বসিরহাট, রামপুরহাট, করিমপুর, সিঙ্গুর এবং অন্যান্যের মতো ছোট শহরগুলি এখন থেকে বিভিন্ন ধরনের অফার সহ ভি-এর কাছ থেকে দ্রুত পরিষেবার অ্যাক্সেস পাবে।

ভি রিটেইল ফুটপ্রিন্ট বাড়াতে ৫টি সার্কেল দিয়ে শুরু করে, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কেরালা এবং পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের একাধিক শহরে ৩০০টি নতুন ফর্ম্যাট 'ভি শপস' চালু করেছে।

ভারতে গ্রোথ হাবে নতুন শিখর ছুল স্কোডা

শিলিগুড়ি: ভারতে গ্রোথ হাব হিসাবে নতুন শিখর চিহ্নিত করেছে স্কোডা অটো ইন্ডিয়া। তাই দেরাদুনে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সাথে ভারতে স্কোডা তার ২.০-এর সাফল্য উদযাপন উল্লেখ্য, এই সমাবেশে কুশ্যাক এবং স্লাভিয়া দুটি গাড়ির জন্যই স্কোডা ২০২৩ সালে আপডেট মডেল ঘোষণা করেছে।

সম্প্রতি জিএনসিএপি ক্র্যাশ পরীক্ষায় কুশ্যাকের জন্য সম্পূর্ণ ৫-স্টার ক্র্যাশ নিরাপত্তা রেটিং পেয়েছে স্কোডা অটো ইন্ডিয়া। এই কুশ্যাক হল প্রথম স্কোডার প্রথম গাড়ি যা ভারতে তৈরি হয়েছে এমকিউবি ---এও-ইন প্ল্যাটফর্মের দক্ষতা এবং গুণমানের বিচারে এই রেটিং পেয়েছে স্কোডা অটো।

স্কোডা অটো ইন্ডিয়া চলতি বছরে জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ৪৪,৫০০টি গাড়ি বিক্রি করেছে। যা ভারতে স্কোডার সর্বকালীন রেকর্ড। এই সময়ের মধ্যে, কোম্পানিটি তার ইন্ডিয়া ২.০ প্রজেক্ট এবং Made-in-India, Made-for-India MQB-A0-IN প্ল্যাটফর্মের সাফল্য প্রদর্শন করে। ভারত এখন জার্মানি এবং চেক প্রজাতন্ত্রের পরেই স্কোডা ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম বাজার হয়ে উঠেছে।

স্কোডা অটো ইন্ডিয়ার ব্র্যান্ড ডিরেক্টর মিঃ পেট্রোলক বলেন, ২০২২ আমাদের জন্য একটি অসাধারণ বছর। আমরা যে প্রতিক্রিয়া পেয়েছি তাতে আমরা গর্বিত।